

## তৃতীয় সুর, ষষ্ঠ সুর গুপি চলে বহুদূর! -বিপ্লব

আমাদের পিশীমা সেতারা হাশেমের হারমোনিয়ামটি ভেঙে গেছে। ওখান থেকে শুধু 'গা' আর ধা বেরোয়। আমি ঠিক করতে গেলাম, সা রে বেরোলো না, আমার প্রতি গা আর ধা কেতন করল।

খেওর বাঙালীর ঐতিহ্য। শনিবারের চিঠির উত্তরে রবিবারের লাঠি, বাঙালীর কবির লড়াই। ১৬ বছর বাদে বাঙলা লিখছি, বাঙালী সংস্কৃতির সেবা করার সুযোগ খুব বেশী আসেনি জীবনে। বিতর্কের নিয়ম কানুন বিজ্ঞানী সমাজ থেকেই শিখেছি। বাঙালী সংস্কৃতিতে পিশীমা যদি তার ভাইপোকে কোন যুক্তি ছারাই, শিক্ষিত অজ্ঞ, ব্রাহ্মন্যবাদের আধারী, সম্রাজ্যবাদের ব্যাপারী ইত্যাদি বিশেষণে বিদ্ধ করেন, আমার মনে হচ্ছে বাঙালীর নিজের মনস্তত্ত্ব নিয়ে ভাবা উচিত। খেওর বাঙালীর কি রসনা তৃপ্ত করে, আমাকে ভেবে দেখতে হবে। আমি অজ্ঞ সে স্বীকারে ক্ষুদ্রতা নেই- প্রতিমুহূর্তে সে ক থা মনে পড়ে বলেই, জীবনভোর শিখে চলেছি। মর্গানের ভূত কাঁধে চাপেনি-নৃতত্ত্বের প্রথম পাঠেই জেনেছি, মর্গানের তত্ত্ব ৫০ বছর আগেই বাতিল হয়েছে। নৃতত্ত্ব বিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান কিছু না জেনেও, আমাদের পিশীমা, নিজেকে সমাজতান্ত্রিক পণ্ডিত বলে ৪০ বছর চালিয়ে দিলেন! আমাকে বলছেন ভিন্ন রোগের ভিন্ন ঔষধ! আমি বহুত্ববাদের মধ্যে যে ঐক্য চাইলাম, সেটা কি? বহু রোগের বহু ঔষধ, না বহু রোগের এক ঔষধ? বুঝুন ঠেলা- সমাজতন্ত্রে বলে সব রোগের এক ঔষধ-সাম্যবাদ! বহুত্বের পূজারী আমাকে সেটা বুঝতে হবে সেতারা পিশীমার কাছ থেকে! কালেতো কতই দেখলাম-বিজেপির বৈদিক সমাজতন্ত্র, আপনার ইসলামিক সমাজতন্ত্র-জেডী সমাজতন্ত্র।

টিটু আমাকে সোসাল ডারউইনিস্ট বলছে। ওটার বাঙলা করে আপনি বলছেন আমি নতুন ব্রাহ্মন বাদের সমর্থক। সোশাল ডারউইনের উপর বিতর্কের সময় আমি বলে ছিলাম, হিউম্যান জেনোম প্রোজেক্ট এর আগে সোশাল ডারউইনিজম নিয়ে যা কাজ হয়েছে সবটাই হাতুরে। এখন জেনেটিক আন্ড্রপোলোজীর গবেষণাগারে, বোঝা যাবে সোশাল ডারউইনিজমে কোন সত্য আছে কি না! গবেষণাগারে কি হচ্ছে সেটা বাঙালীকে বলতে গিয়ে, আমি হয়ে গেলাম সোশাল ডারউইনিস্ট! বাঙালীকে চটি বই থেকে গবেষণাগারে ঢোকাতে গেলাম- আমাকে বলা হল, ব্রাহ্মন্যবাদী! টিটুকে চ্যালেঞ্জ জানালাম, উত্তরের বদলে এল, কার্টুন- আমরা আমেরিকান দালাল! এরা নিজেদের যুক্তিবাদী বলে! অনন্ত মানবিকতার নামে এত বড় লেখা লিখে ফেলল, তারপড়ে কুদ্দুসকে আক্রমণ! মনের হিংসা ধ্বংস না করলে মানবিকতার পতাকা ওড়ানো যায় না। যুক্তিবাদ, মানবিকতাবাদ একটা সাধনা- মনের রিপুদের বাগে না আনলে, এ সবই বৃথা। হিংসা, লোভ, রাগ, অহংবোধ-এদের যুক্তি দিয়ে যদি দমন করতে না পারি, কিসের মুক্তমোনা, কিসের ভিন্নমোনা।

আমাদের ইফোরামগুলি একাল্পবতী পরিবারের মতন। বড়ভাইয়ের (কুদ্দুস খান) সাথে ছোট ভাইয়ের (অভিজিতের) মতৈক্য হয়েছে, মিটে যাবে। কুদ্দুসদার সাথে কথা হল সকালে, উনি অভিজিতকে নিজের ভাইয়ের মতন ভালোবাসেন। বরদার মমত্ব দিয়ে এই গন্ডগোল মিটিয়ে নেবেন, কথা দিয়েছেন। অভিজিতের সাথেও কথা হলো। অভিজিতের কিছু অভিযোগ আছে। যেমন ওকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হয়েছে। সেগুলো কুদ্দুসদাকে মিটিয়ে নিতে হবে। আবার কিছু অভিযোগ ভিত্তিহীন। যেমন, ভিন্নমোনা অতিপ্রতিক্রিয়াশীল। এর উত্তর আমি সকালে দিয়েছি। ভিন্নমোনা সবার লেখা ছাপাচ্ছে-সেখানে এই অভিযোগ যুক্তিহীন, মুক্তমোনের দৈন্যতা। হিরোশিমার ব্যাপারে ভিন্নমতের বক্তব্য আমেরিকার ৯৫% এর বক্তব্য। মুক্তমোনার বক্তব্য, আমাদের বাঙালীদের বক্তব্য। আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং যুক্তিবাদী সহকর্মী ডঃ কার্ল আইজেনহায়মারও মনে করেন, হিরোশিমা না হলে জাপান কে থামাতে কোটি লোক মারা পড়ত। আমি তো পুরো অবাক। কিন্তু কথাটাইতো যুক্তি আছে। আমি বললাম, পাহাড়ের মাথায়, জনশূন্য স্থানে ফেললোনা কেন? আমাকে বলল, দুটো মারার পরেও, জাপান কিন্তু থামতে চায় নি। আমি

বললাম তাবলে ৫ লক্ষ লোককে মারতে হবে ! ও বললো উপায় কি!! কার্ল কিন্তু খ্রীস্টান মৌলবাদকে উঠতে বসতে গালাগাল দেয়। বুশকে গালাগাল না দিলে ওর লাঞ্ছ হজম হয় না। এটাই আমেরিকান বহুত্ববাদ! এই প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে আমাদের যুক্তি তৈরী করতে হবে। আরো পরিশ্রম করে লিখতে হবে-মনে রাখবেন ওদেরও যুক্তি আছে। চটিবই চলবে না। কিন্তু একটা গনতান্ত্রিক ফোরাম, যারা কারুর লেখাকে সেন্সর করে না, তাদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল বলা নিজেদের যুক্তির দৈন্যতাকে স্বীকার করা। ১৯০০ সালে ১০০ টি সার্বভৌম সরকার ছিল। তাদের মধ্যে দুটি এখনো টিকে আছে-আমেরিকা আর ইংল্যান্ড। এদের রাজনৈতিক দর্শনকে এত সহজে বিশ্লেষণ করা যাবে না-আরো খাটতে হবে! প্রশ্ন করতে হবে ৯/১১ এর দিন ৩০০ জন ফায়ার ফাইটার কিভাবে অন্যদের জন্য প্রাণ দিল? কজন বাঙালী দেয়? অন্যদের সমালোচনা করার আগে নিজেদের দৈন্য বিশ্লেষণ করতে হবে।

আমি নিজে গনতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। মানে, পুঁজি এবং সমাজতন্ত্রের সাম্য অবস্থা। যাদের পুঁজিবাদী এবং কমুনিউস্টরা উভয়েই দালাল বলে গালাগাল দেয়। তবে ইউরোপ থেকে ল্যাটিন আমেরিকা, সর্বত্রই এখন গনতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র। এই দেশগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভালো নয়। পশ্চিমবঙ্গে ৩০ বছর চলছে। এই নিয়ে কুদ্দুসদার সাথে পরে বিতর্ক হবে।

১৭ বছর বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগী হতে চেয়েছিলাম। জাললুউদ্দিন রুমী, রবীন্দ্রনাথ, লালনের জীবন সংগীত বড়ই টানত। মনে হত এই পিপরের মতন চিটকে গুরে আটকে কি লাভ! পরে দেখলাম, 'প্রথাগত আধ্যাত্মিকতা' মানে কুসংস্কার-বিজ্ঞান বিরোধী ভাবনা চিন্তা। ভাবলাম, লালনের উত্তর বিজ্ঞানে খুঁজতে হবে। এটাই আমার অক্ষমতা। আমি ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা সব কিছুতেই বিজ্ঞানবাদী। এর থেকে ভালো পথের সন্ধান পাই নি। কেও পেলে আমাই জানাবেন।

দুঃখ একটাই। পিশীমার হারমোনিয়ামটা এতো পুরানো, সারাতে পারলাম না। যে রিডিই টিপি না কেন, ওখান থেকে তৃতীয় আর ষষ্ঠ সুরই বেরোচ্ছে।